যুগান্তর

তারিখ ... 28 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

তিন ভাগ হল শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে অনুমোদন

উবায়দুল্লাহ বাদল

অবশেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সোমবার এ সংক্রান্ত প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি। এর আগে এ বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ। শিগগিরই বিষয়টি মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। সোমবার মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলমের সভাপতিত্বে সচিবালয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের সর্বশেষ আলোচ্যসূচিতে রাখা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিভক্ত করে ৩টি বিভাগ

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

তিন ভাগ হল শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গঠনের প্রস্তাব। প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা শেষে অনুমোদন দেয় সচিব কমিটি।
কমিটির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
প্রস্তাব অনুযায়ী সচিব কমিটি অনুমোদন দিয়েছে। এখন প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে
যাবে। প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে তা প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন
কমিটির (নিকার) অনুমোদনের পর মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হবে। এরপর এ বিষয়ে
প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। তবে বলা যায় মন্ত্রণালয় বিভক্ত করার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম
শুরু হল।

প্রস্তাবে বলা হয়— শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজের ব্যাপকতা বিবেচনায় ও দেশের শিক্ষা
কার্যক্রম অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তিন
ভাগে বিভক্ত করে তিনটি বিভাগ গঠন করার অনুশাসন দিয়েছিলেন। এ বিভাগ তিনটি
হল উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়, মাস্টার্স, অনার্স ও ডিগ্রি কলেজ।
মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের পর থেকে দ্বাদশ শ্রেণী
পর্যন্ত। কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগে থাকবে সব ধরনের কারিগরি, ভোকেশনাল এবং
মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত তিন বিভাগের জন্য
বিদ্যমান ২৯১ পদের অতিরিক্ত আরও ২০০টি পদ সৃজনের সম্মতি দেয়। অর্থ বিভাগ তা
কাটছাঁট করে ২৯১টি পদের মধ্য থেকে ১২টি পদ বিলুপ্ত করে নতুনভাবে ১৫০টি পদ
সৃজনে অনাপত্তি জ্ঞাপন করে। ফলে তিন বিভাগের মোট পদসংখ্যা দাঁড়ায় ৪২৯টি। এতে
উচ্চশিক্ষা বিভাগে ১৪৫টি, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে ১৪৪টি এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা
বিভাগে ১৪০টি পদ রাখার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়।
১৯৭২ সালে শিক্ষা, ধর্ম, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিবিষয়ক যে মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছিল,
১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে সেখান থেকে স্বতন্ত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা পায়। চলতি
বছরের প্রথম দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভেঙে তিনটি বিভাগ করার অনুশাসন দেয়
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। শিক্ষাকে ভেঙে উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ এবং
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ভাগ করার কথা বলা হয়। একইভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
ভেঙে পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ করার প্রস্তাব করা হয়।
এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ভেঙে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ নামে দুটি
বিভাগ গঠন করার কথা বলা হয়। চলতি মাসের শুরুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভক্ত করে দুই
ভাগ করার প্রস্তাবে সায় দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
মন্ত্রণালয়ের বিভক্ত করার কার্যক্রমও চলছে বলে সূত্র জানিয়েছে।